দৈনিক ইত্তেফাক
01 JUN 2008

স্কুলের ৯৭ ভাগ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটর কিংবা কোচিংয়ের সাহায্য নেয়

সুশিক্ষা আন্দোলনের জরিপ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯৭ ভাগ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটর বা কোচিংয়ের সাহায্য নেয়। প্রতি শিক্ষার্থীর পেছনে তার পরিবার গড়ে ৬শ' টাকা প্রাইভেট টিউশন খাতে ব্যয় করে। বেসরকারি সংগঠন সুশিক্ষা আন্দোলন প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসে। শনিবার রাজধানীর এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে 'প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদন: হালখাতা ১৪১৫' শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান, অধ্যাপক আহমেদ কামাল, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সুশিক্ষা আন্দোলনের সদস্য খন্দকার সাখাওয়াত আলী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার দুর্বলতার কারণে প্রাইভেট টিউটরের মত সহকারীর প্রয়োজন। অনেক স্কুলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বসে কোচিং করাচ্ছেন। জরিপ অনুযায়ী প্রাইভেট টিউশনি খাতে প্রতি শিক্ষার্থীর পেছনে ৬শ' টাকা খরচ হয়। ১২টি পরিবারের ওপর জরিপ চালিয়ে এই ফলাফল পাওয়া গেছে।

উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী জানান, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষার্থী নতুন বই পাবে। কমিউনিটি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বলেন, শীঘ্রই প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার চালু করা হবে। ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, পলিসির সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের মিল না থাকলে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ড. আতিউর রহমান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের চেয়ে অভিভাবকরা বেশি খরচ করছে। তিনি স্কুল পরিচালনা কমিটির সমালোচনা করে বলেন, এ কমিটি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে।